যুগান্তর

তারিখ 08 JUL 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা নেই সংশ্লিষ্ট কারও কাছেই

দেশে শতাধিক প্রতিষ্ঠানের অবৈধ কার্যক্রম

মুসতাক আহমদ

দেশে পরিচালিত বিভিন্ন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা নিয়ে সরকারি মহলে তোলপাড় চলছে। অবৈধ ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণাঙ্গ তালিকা রাষ্ট্রপতির একাধিকবার তলব এবং তা দিতে না পারার কারণেই ওই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র আরও জানায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) মিলে দু'মাসেও তৈরি করতে পারেনি তালিকাটি। মূলত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও ব্যবসার সনদ প্রদানকারী

দেশ : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৬

বিদেশী : বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সরকারি সংস্থা 'বিনিয়োগ বোর্ড' এবং 'জয়েন্ট স্টক কোম্পানি' থেকে সনদ নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনার কারণেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে, সরকারের পক্ষে উচ্চশিক্ষা দেখভালকারী ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। তাই ইউজিসির পরামর্শেই এবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ও তালিকা তৈরিতে নেমেছে। উভয় মন্ত্রণালয় থেকেই বিনিয়োগ বোর্ড এবং জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে ফের পত্র দেয়া হয়েছে। ইউজিসির দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, অবৈধ বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে তারা একপ্রকার বিপদেই আছেন। আদালতের স্থিতাদেশের (স্টে অর্ডার) কারণে সব জেনেও তারা কোন ব্যবস্থা নিতে পারছেন না। ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম জানান, তারা নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের অপেক্ষায় আছেন। সংসদে তা পাস হলেই ম্যাজিস্ট্রেট নিয়ে অভিযানে চালানো হবে। তবে আগে তাদের আইনের অধীনে আসার সুযোগ দেয়া হবে। আইন না মানলেই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হবে। দেশের প্রচলিত আইন ও রীতিনীতি উপেক্ষা করে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে এসব বিশ্ববিদ্যালয়। সূত্র জানায়, এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দু'মাস আগে 'অবৈধ বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা' তলব করেন রাষ্ট্রপতি। কিন্তু তথ্যশূন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় বঙ্গভবনকে তা প্রদানে ব্যর্থ হয়। এমনকি সরকারের পক্ষে উচ্চশিক্ষা দেখভালকারী প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) কাছেও এ ব্যাপারে তথ্য নেই। অথচ দেশে শতাধিক প্রতিষ্ঠান বর্তমানে বিভিন্নভাবে শিক্ষাবাণিজ্য চালাচ্ছে। জনগণও নানাভাবে প্রতারিত হচ্ছেন। অনেকে এর আড়ালে আদম ব্যবসা পর্যন্ত করছেন।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বঙ্গভবন থেকে তালিকার ব্যাপারে তাগিদ এলে শুরু হয় তোলপাড়। ইউজিসি চেয়ারম্যান জানান, জনগণের কাছ থেকে নানান অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৭ সালে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে ৫৬টি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বা তাদের শাখাকে অবৈধ ঘোষণা করে তালিকা প্রকাশ করা হয়। ওই তালিকায় ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নামি-দামি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ভুঁইফোড় শাখা ও প্রতিষ্ঠান স্থান পায়। তালিকা প্রকাশের পরপরই এ নিয়ে সুধীমহলে ব্যাপক ইতিবাচক সাড়া মেলে। কিন্তু শিক্ষা ব্যবসায়ীরা নাখোশ হয়। তাদের দাবি, বিনিয়োগ বোর্ড এবং জয়েন্ট স্টক কোম্পানি থেকে তারা রেজিস্ট্রেশন নিয়ে চলছে। তখন কেউ কেউ উকিল নোটিশ এমনকি মামলা পর্যন্ত দায়ের করে।

চাপে পড়ে ইউজিসি তখন ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে আলোচনায় বসে। কিন্তু তাদের অনেকে সাড়া পর্যন্ত দেয়নি। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে একদিকে ইউজিসি আইনি লড়াইয়ে নামে, অন্যদিকে সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে একটি আইন সেল খুলতে পর্যন্ত বাধ্য হয়। তখনই অনেকে আদালত থেকে স্থিতাদেশ (স্টে অর্ডার) নিয়ে আসে। ফলে একদিকে তারা অবৈধ ঘোষিত প্রতিষ্ঠানের মামলার বেড়াজালে অনেকটা নাস্তানাবুদ হন। আদালতের বারান্দায় দৌড়াদৌড়ির মধ্যে কেটে যায় দিন। আইনের বলে অনেকেই প্রতিষ্ঠান চালু রাখে। যদিও দু'চারটি তখন বন্ধ হয়েছিল। পরে অবৈধদের প্রায় সবাই ফের বাণিজ্য শুরু করে। ইউজিসি সূত্র জানায়, বর্তমানে শতাধিক প্রতিষ্ঠান এভাবে কার্যক্রম চালাচ্ছে। অনেকে 'ডক্টরেট ডিগ্রি' পর্যন্ত বিক্রি করছে। অনেকে আবার ক্রেডিট ট্রান্সফার বা স্টাডি সেন্টারের নামে জনগণকে প্রতারিত করছে ও অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। আবার অনেকে ক্রেডিট ট্রান্সফারের নামে বিদেশে 'আদম সাপ্লাই' করছে। সব মিলিয়ে উচ্চশিক্ষা নিয়ে চালানো হচ্ছে রমরমা বাণিজ্য। ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলোই মন্দ নয়। তবে সে সংখ্যা বেশি নয়। কিন্তু মন্দগুলোর ভিড়ে এরা হারিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি প্রকৃত শিক্ষার্থীরাও প্রতারিত হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে ইউজিসি বা শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সনদ বা রেজিস্ট্রেশন বা অনুমতি নিতে হবে। কিন্তু সংশ্লিষ্টরা এ বিষয়টি উপেক্ষা করেছে। ইউজিসি জানায়, এ ব্যাপারে আইন না থাকায় যেমন ব্যবসার সুযোগ রয়েছে, তেমনি অপরাধীদের ধরাও যাচ্ছে না। আর এ কারণেই এসব বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার লক্ষ্যে একটি বিধিমালা তৈরি করা হবে। তবে এর আগে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পাস হতে হবে। কেননা ওই আইনের অধীনেই থাকবে বিধিমালাটি। সূত্র জানায়, সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন মহল থেকে অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতির কার্যালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা চেয়ে পাঠায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, বঙ্গভবনের পত্র পাওয়ার পর ইউজিসির কাছে তারা তালিকা চেয়ে হালনাগাদ কোন তথ্য পায়নি। তবে ইউজিসি বাংলাদেশে পরিচালিত সব বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমকে অবৈধ দাবি করেছে। একইসঙ্গে গত বছরের সেপ্টেম্বরে ইউজিসি এ ব্যাপারে একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল বলে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়।